সরলতা, একপ্রাণতা, একাগ্রতা, ভক্তি এবং আনন্দে পরিপূর্ণ। বৈশাখ মাসেও এই উৎসব একবার হয়। তাহাকে "কাল বৈশাখী" বলে।

শ্রীহীরালাল রায়,
দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণী "ঈ" শাখা।

আমার জগৎ।

'সকলে জন্মে, তাই আমিও জন্মিয়াছি। সকলে সকলের জগতে জন্মে, আমিও আমার জগতে জন্মিয়াছি। কাহারও জগৎ আমোদ-আহ্লাদের, আবার কাহারও হর্ষ-বিষাদের। কেহ আপন জগতে স্বীয় উর্ব্বর মস্তিষ্কের নব নব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া, অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কেহ নশ্বর জগতের স্থায়িত্ব-বিশ্বাসে প্রতারিত হইয়া আপন জগৎকে দ্বেষ, হিংসা, পরিবাদ ও পরনিন্দায় কলুষিত করিয়াছে। আবার কেহ জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় আপন জগতে আপনি জন্মিতেছে ও আপন মনে আপনিই আপনার জগতে বিলীন হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি আমার জগতে জন্মিয়াছি; কিন্তু আমার জগৎ সাধারণের জগতের ন্যায় এক ভাবাপন্ন নহে। প্রশান্ত-সলিলা স্রোতস্বিনী যেমন সান্ধ্য সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উর্ম্মি কখনও বিশাল তরঙ্গরূপ ধারণ করে;—তেমনই আমার জগতে উর্ম্মি আছে, তরঙ্গ আছে, জোয়ার ও ভাটাও বহে। আমার জগতে জ্ঞান আছে অজ্ঞানতা আছে, হর্ষ আছে বিষাদ আছে; দান আছে প্রতিদান নাই, আশা আছে কৃতকার্য্যতা নাই, ক্ষোভ আছে সান্ত্বনা নাই, কর্ম্ম আছে কারক নাই, চক্ষুঃ আছে দৃষ্টিশক্তি নাই, শরীর আছে শক্তি নাই, শত্রু আছে সমবেদনানুভাবী হৃদয় নাই।—তাই বলি আমার জগৎ বিচিত্র জগৎ!

আমার এই কর্ম্মশূন্য, লক্ষ্যশূন্য ও মূল্যহীন জগতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সকলকে বলিব বলিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া আশা পোষণ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু আশার আশায় ভর পাই না, সাহসে বেড় পাই না। কি জানি দরিদ্রের কথায় কেহ কর্ণপাত করেন কি না।

"ন বিভাব্যন্তে লঘবঃ বিত্তবিহীনাঃ পুর অপি নিবসন্তে।
সততং জাত-বিনষ্টাঃ পয়সাম্ বুদ্‌বুদাঃ পয়সি॥"

আজ কম্পিত-হৃদয়ে, দুরুদুরু পরাণে পাঠকবৃন্দকে আমার নশ্বর জগতের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত বলিব :—

আমার জগতে যে দিন আমি জন্মি, সেই দিনই আমার জগতের অব্দ আরম্ভ হয়। জন্মিলে আমার ক্ষুধা ছিল, খেদ ছিল না, বিষাদকে চিনি নাই, হর্ষ ছিল কিনা মনে নাই, তবে লোকে বলে, আপন মনে থেকে থেকে আপনিই হাসিতাম, আপনিই খেলিতাম। আমার জগতে আমিই প্রধান। পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা আমার দুইজন খেলার সাথী ও নিত্যসহচর মাত্র। ইহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া শোক, তাপ, মোহ, মায়ার সহিত দল বাঁধি নাই। আমার জগতে চিরবসন্ত বিরাজ করিত। নির্ম্মলতা ও পবিত্রতার সুমন্ত্রণায় আমি আমার প্রেম-জগতের রাজা হইলাম ও আমার বাল্যসুহৃদ্‌দ্বয় পবিত্রতা ও নির্ম্মলতাকে যথাক্রমে আমার জগতের মন্ত্রী ও সহচর করিলাম। আমার জগৎ ক্ষুদ্র, তাই দ্বাররক্ষকের আবশ্যক হয় নাই। ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ও পাপ-তাপের স্থান আমার জগতে হয় নাই।

ক্রমে মুহূর্ত্ত হইতে ঘণ্টা, ঘণ্টা হইতে দিন, দিন হইতে সপ্তাহ, সপ্তাহ হইতে পক্ষ, পক্ষ হইতে মাস, মাস হইতে বৎসর, এইরূপে দেখিতে দেখিতে আমার জগতের দশ বৎসর হইতে চলিল। আমার জগৎও বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে কাজও বাড়িল। ক্রমে কর্ম্মচারী পরিবর্ত্তন করিলাম। দুরাশা আমার দ্বাররক্ষক, লোভ আমার মন্ত্রী হইল। নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা আমার অস্থায়ী সহচর। যাহারা আমার জগতে স্থান পাইত না, আজ তাহারা আমার পরম সুহৃদ্ ও উষ্ণীষধারী ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও কর্ম্মচারী। আজ আমি তাহাদের নূতন আত্মীয়। যাহারা আমার আপন ছিল, আজ তাহাদের পর বানাইতে বাধ্য হইয়াছি। আজ আমি নূতন সাজে সজ্জিত, নূতন আত্মীয়ে পরিবেষ্টিত। আজ আমার আমিত্ব-জ্ঞান হইয়াছে, আপন-পর চিনিবার শক্তি হয় নাই, তবে কাহাকেও কাহাকেও না দেখিয়া মনপ্রাণ হুহু করিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতেছে,—আজ খুব কাঁদিতেছে, কাল আর এত কাঁদিবে না। কেন না 'কাল' আমার পারিবারিক সরকারী ডাক্তার, এক এক দিন গত হইতেছে

আর কালের এক এক মাত্রা ঔষধ আমার ক্ষত হৃদয়ের আরোগ্য বিধান করিতেছে।

আমার জগতের আজ বিংশতি বৎসর অতীত হইতে চলিল। আমার জগৎ আরও বিস্তৃতি লাভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে নানা কাজ বাড়িল। যোগ্য স্থানে যোগ্য কর্ম্মচারীও নিযুক্ত হইল। বহুদর্শিতাগুণে লোভই মন্ত্রীর পদে রহিল। মোহ আমার দ্বারবান্। ক্রোধাদি আমার প্রিয়তম নিত্য-সহচর, নির্ম্মলতা আমার জগতে নাই, পবিত্রতা চিরবিদায় লইয়াছে। আজ তাহারা স্বর্গের নন্দনকাননে সুখে আছে। আজ আমার জগতে রোগ, শোক, পাপ, তাপ, মায়া, মোহ, দুরাশা, নিরাশা, বিষাদ, বিরহ বসতি স্থাপন করিয়াছে। আজ ইহাদের সহিত আমার ভাবলাভ, আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা ঘটিয়াছে। মদগর্ব্বে মাতোয়ারা হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছি।

মন্ত্রিপ্রবর লোভ আমায় তিষ্ঠিতে দিতেছে না। পরের ধন হরণ করিতে হাঙ্গর-কুম্ভীর-পূর্ণ অতলস্পর্শ সাগরগর্ভে রত্ন তুলিতে আমাকে যুক্তি দিতেছে। অকৃতকার্য্য হইলে দুঃখ আসিয়া আমার ঘাড়ে চাপিতেছে। আজ আমি আমার জগৎ লইয়া ব্যস্ত। আজ আমি আমার জগতের নশ্বরতা-জ্ঞান ভুলিয়াছি, স্থায়িত্বের কথাও মনে নাই। মাতঙ্গকে পতঙ্গ জ্ঞান করিতেছি, পর্ব্বতকে ধূলি জ্ঞান করিতেছি, বিষধর সর্পকে রজ্জু জ্ঞান করিতেছি। আজ আমার আমোদে আমিই আমোদিত, আমার জগৎ আজ কোলাহলময় ও আনন্দময়। কত দাসদাসী খাটিতেছে, কত আদান-প্রদান চলিতেছে,—যেন পূজার সময় বড়বাজারে কেনাবেচা লাগিয়াছে।

এইরূপে আমার জগতে চত্বারিংশ বৎসর অতিবাহিত হইল। আমার জগতের আবার শাসনকার্য্যের পরিবর্ত্তন ঘটিল। আজ লোভ মন্ত্রী নাই। আত্মধিক্কার মন্ত্রী হইয়াছে। আজ বিবেক আমার দ্বাররক্ষক, পরিতাপ নিত্য-সহচর। হায়! কি করিতে কি করিলাম! আমার ঘুম ভাঙ্গিল, নেশা ছুটিল, স্বপ্ন টুটিল। সব ফাঁকিঝুকি। এ যে সব ভোজবাজী। কত হাসিলাম, আনন্দে আত্মহারা হইলাম, লোভের বশীভূত হইয়া কি না অকাণ্ড করিলাম। মোহের নেশায় আচ্ছন্ন হইয়া কত অস্পৃশ্যকে স্পর্শ করিয়াছি। হায়! সকলই কুহক, সবই মায়া। আমার জগতের কিছুই করিতে পারিলাম না,

আমার জগতেরও আর বেশী দিন নাই। শূন্যপ্রাণে খালি হাতে কোন্ অলক্ষ্যে ছুটিলাম, কোন্ অনন্তে মিশিতে চলিলাম। কেনই বা বাল্যবন্ধু পবিত্রতা ও নির্ম্মলতাকে আমার জগতে চিরবসতি স্থাপন করিতে দিলাম না? কেনই বা লোভকে মন্ত্রী করিলাম, কেনই বা হিংসা দ্বেষ ক্রোধ ও মোহকে আমার জগতের প্রেম ও শান্তি অপহরণ করিতে ডাকিলাম? তাহারা আমায় সমুচিত ফল দিয়াছে, আমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, আজ আমার ভাণ্ডারে কপর্দ্দকও নাই যে আমার পারের কড়ি হইবে। আজ শূন্য হাতে শূন্য প্রাণে আমার জগৎ শেষ করিয়া অমর-জগতে চলিলাম, জানি না তথায় আমার স্থান হইবে কি না।

কাজী আবদুল মালেক,
চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী, 'বি' শাখা।

প্রজার দান।

ধন্য আমরা ধন্য বাঙ্গালী ধন্য মোদের বাঙলা দেশ।
ছুটিল যাহার সন্তান শত মুছাতে ভাইএর সমর-ক্লেশ॥
দেশের দুয়ারে শত্রু দাঁড়ায়ে আর কি ঘুমায় বাঙ্গালী বীর।
জেগেছে তা'রা মেতেছে রণে গর্ব্বে তুলিয়া উচ্চ শির॥
দেশের জন্য দশের তরে গড়েছিল বিধি তা'দের প্রাণ।
তুচ্ছ করিতে মৃত্যু তাহারা—রাখিতে মস্তে রাজার মান॥

রুক্ষ কালের বিকট হাসি চূর্ণ যাদের চরণ-ঘায়।
বজ্র যাদের বিজয়-ভেরী, বিদ্যুৎ ছিল অসির গায়॥
রক্তে যাদের শক্তি ছুটিয়া তুলেছে গিরি ভেঙ্গেছে বাঁধ।
সেই বাঙ্গালীর শত যুগ পরে জেগেছে আজ সমর-সাধ॥
দেশের জন্য দশের তরে গড়েছিল বিধি তা'দের প্রাণ।
তুচ্ছ করিতে মৃত্যু তাহারা—রাখিতে মস্তে রাজার মান॥